চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ২২.১২.২০২৪

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চসিকের মশক নিয়ন্ত্রণ শাখার সাথে বৈঠকে মেয়র ডা. শাহাদাত
মশা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে

ডেঙ্গু ও কিউলেক্স থেকে জনগণকে বাঁচাতে মশা নিয়ন্ত্রণে 'জিরো টলারেন্স' ঘোষণা দিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। প্রয়োজনে মশা নিয়ন্ত্রণে নতুন ঔষুধ ও কৌশল খুঁজে বের করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

রোববার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে পরিচ্ছন্ন বিভাগের ম্যালেরিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ শাখার সাথে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, মশার ব্যাপারে জিরো টলারেন্স। মশার ব্যাপারে যেভাবে হোক আমাদেরকে একটা জায়গায় আসতে হবে। জনগণ যাতে উপকৃত হয়। জনগণ যাতে মশার কামড় খেয়ে হসপিটালে আসতে না হয় কিংবা মৃত্যুবরণ না করে কিংবা তারা কোন ডিস্টার্ব ফিল না করে।মেয়র ওয়ার্ড সুপারভাইজারদের উদ্দেশ্যে বলেন, যে সমস্ত পরিচ্ছন্ন কর্মী মশার স্প্রে করার ক্ষেত্রে গাফিলতি করছে তাদের নামগুলো আমাকে দেন। তাদেরকে অবশ্যই পানিশমেন্টের আওতায় আনব। আমি যারা সুপারভাইজার আছেন প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের আপনাদেরকে স্পষ্টভাবে বলতে চাই কেউ ফাঁকিবাজি করলে এটার দায়-দায়িত্ব আপনাদেরকে নিতে হবে। যদি আপনারা লুকাতে চান আমরা আল্টিমেটলি খবর পেয়ে যাব। প্রতিটি এলাকায় আমাদের লোকজন আছে। কাজেই আপনাদেরকে আমি স্পষ্ট বলতে চাই আপনারা কেউ গাফিলতি করলে, কেউ ফাঁকিবাজি করলে, কেউ কাজ না করলে লুকানোর চেষ্টা করবেন না বরঞ্চ এটা আমাদেরকে ইনফর্ম করেন। আমরা দরকার হলে নতুন লোক দিয়ে কাজ করাবো। আমি চাই কাজ হোক। কাজ হতে হবে না হয় জনগণ দুর্ভোগে পড়বে। জনগণ দুর্ভোগে পড়লে আল্টিমেটলি গিয়ে এটার দায়-দায়িত্ব আমাদেরকে নিতেই হবে।মশা নিয়ন্ত্রণের ঔষুধ সম্পর্কে মেয়র বলেন, মশার ঔষুধের যাতে কোনভাবেই ঘাটতি না পড়ে। বর্তমানে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মশায় নিয়ন্ত্রণে যেসব ওষুধ ব্যবহার করছে তার মান যদি ভাল না হয়ে থাকে তাহলে আপনারা নতুন ওষুধের সন্ধান করুন। আমরা সেনা কল্যাণ সংস্থার কাছ থেকে মেডিসিন কিনছি। নৌবাহিনীরও মশা নিয়ন্ত্রণে একটি ওষুধ আছে বা আরো কোন কোম্পানি যদি ভালো ঔষুধের সন্ধান দিতে পারে সেগুলো আমরা সংগ্রহ করবো। এ ব্যাপারে আমরা কোন কম্প্রমাইজ করতে চাই না। মশা নিয়ন্ত্রণে কিছু বিকল্পের কথা ভাবছি আমরা। মশার লার্ভা খেয়ে ফেলে এমন মাছ, কীটপতঙ্গ ব্যবহার করা যেতে পারে। জনসচেতনতার উপর জোর দিয়ে মেয়র বলেন, আপনারা জনসচেতনতা বৃদ্ধি করবেন। আমিও চেষ্টা করছি। বিভিন্ন জায়গায় নালা, ঝোপ-ঝাড় এগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ডেঙ্গুর ব্যাপারে আমরা লিফলেট বিতরণ করছি এটা আরো বাড়াতে হবে। ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা জিরোতে নিয়ে আসতে হবে। জণসচেতনতা আমরা যদি বৃদ্ধি করতে না পারি তাহলে আল্টিমেটলি গিয়ে জনগণের আমরা কোন উপকারে আসতে পারবো না। এই ডেঙ্গু মশার জন্য আমরা বারবার বলছি যে কোন জায়গায় ডাবের খোসা তারপর কোন বালতি কোন নির্মাণ সামগ্রী যাতে উন্মুক্ত যাতে না রাখা হয়। কারণ সেখানে যদি পানি জমা থাকে তাহলে সেখানে এডিস মশার লার্ভা জন্ম নিবে। বাসায় দুই-তিন দিনের জন্য বালতিতে পানি জমিয়ে রাখবেন না এবং টবের মধ্যে পানি জমিয়ে রাখবেন না এবং খোলা জায়গায় টব রেখে সেখানে পানি জমা করবেন না কারণ ওখানে পানি জমে গেলেই এডিস মশার লার্ভা জন্মাবে।

মেয়র চসিকের ম্যালেরিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম মাহির কাছে কিউলেক্স মশা নিয়ন্ত্রণে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে চান। জবাবে তিনি জানান, মশার নিয়ন্ত্রণে ৯১ জনের একটি বিশেষ টিম গঠন করে অতি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে অভিযান চালানো হচ্ছে। এছাড়া ৪১ টি ওয়ার্ডেই মশা নিয়ন্ত্রণের নিয়মিত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বড় ওয়ার্ড গুলোতে ৫-৬ জন এবং ছোট ওয়ার্ডগুলোতে ৪ জন রুটিন ওয়ার্ক এর জন্য নির্ধারণ করে দেয়া আছে।সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার লতিফুল হক কাজমি, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ মো. ইমাম হোসেন রানা, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা, উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা প্রণব কুমার শর্মা, মেয়রের একান্ত সহকারী মারুফুল হক চৌধুরী (মারুফ) সহ পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

ট্রিটমেন্ট হসপিটালের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মেয়র শাহাদাত
সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করার জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে

চট্টগ্রাম নগরবাসীর সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করার জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। শনিবার ট্রিটমেন্ট হসপিটালের পরিচালক ডাঃ শাহাদাত হোসেনকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান নগরীর সাম্পান রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম নগরবাসীর জন্য সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করার জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। স্বাধীনতা পার্ক সিটি কর্পোরেশনের ছিল কিন্তু পরবর্তীতে সেটা মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় নিয়ে নিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় থেকে আমাদের ফেরত নেওয়ার চেষ্টা করছি

এবং আরেকটি পার্ক হচ্ছে স্টেডিয়ামের সামনে যেটা রয়েছে জিয়া শিশু পার্ক সেটাও বর্তমানে ডিফেন্স আর্মিদের হাতে। ডিফেন্স মিনিস্ট্রিতেও কার্যক্রম চলছে সেটাও যাতে আমাদেরকে ফেরে দেওয়া হয়। তাহলে এই দুটো পার্ক যদি আমি পেয়ে যাই তাহলে সুন্দর কিছু করে দিতে চেষ্টা করব। আর কিছু দিঘীকে আমি টার্গেট করেছি। ঢেবার পাড়টা দেখবেন নষ্ট হয়ে গেছে, সেখানে দখল হয়ে গেছে। ঢেবার পাড়টা আমি সিডিএ'র সাথে একসাথে কথা বলে আমরা ওয়াকওয়ে করে দিব। আলোকসজ্জার ব্যবস্থা থাকবে যাতে করে রাতেও অনেকে সেখানে ঘুরতে পারে। খুব চমৎকার একটা আশকার দিঘী ছিল সেটা হারিয়ে গেছে। ফার্নিচারের দোকানের কারণে কেউ আশকার দীঘিটা দেখতে পারেনা। সেখানেও ওয়াকওয়ে করে দিব। চমৎকার একটা হাঁটার জায়গা করে দিব। আরেকটি দিঘী রয়েছে ভেলুয়ার দিঘী। এগুলো চিন্তাভাবনার মধ্যে আছে এই দিকগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি যাতে মানুষ বিনোদনের জন্য সুন্দর জায়গা খুঁজে পায়। প্রতিটি সোসাইটির মধ্যে একটি করে পার্ক করার চিন্তাভাবনা রয়েছে।

"পতেঙ্গা বিচ নিয়ে আমি কাজ করছি। আলোকায়ন করছি। সিকিউরিটির ব্যবস্থা থাকবে, সেখানে হাইওয়ে পুলিশ থাকবে। মেয়েদের জন্য বাথরুমের ব্যবস্থা থাকবে। কারণ এখানে মেয়েরা আসলে খুব অসহায় অবস্থা থাকে অনেক সময় তারা বাথরুম খুঁজে পায় না। তাই টয়লেট ফ্যাসিলিটি আমরা করে দিচ্ছি। বিচের পাড়ে দোকান আছে এগুলোকে আমরা পিছনে নিয়ে আসছি কাজেই আশা করছি ওটা একটা চমৎকার জায়গা হবে ঘুরার জন্য। আমার প্ল্যান হচ্ছে আমি কর্ণফুলি নদীর কল্লোকের পিছনে একটা পর্যটন সিটি করার। এ বিষয়ে আমি অলরেডি ডিসি মহোদয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করছি। জাম্বুরি মাঠটা শিশু পার্কের মধ্যে ছিল। জাম্বুরি মাঠটা আমি উন্মুক্ত করে দেব।"

মেয়র আরো বলেন, এখন রাস্তা মেরামতের কাজ চলছে। আমরা ইতিমধ্যে ম্যাটেরিয়ালস কিনে ফেলেছি যেখানে গর্ত আছে আপনারা শুধু জানাবেন যে রাস্তাতে গর্ত আছে। আমাদের কাছে একটা নোটিশ দিলে হবে যে রাস্তার মধ্যে গর্ত আছে এগুলোর কাজ হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে সিআরবি আপনি গিয়ে দেখবেন আগে গর্ত ছিল ক্লিয়ার করেছি।

"চসিকের একটি প্রকল্পের ২৫০০ কোটি টাকার মধ্যে ৫৪২ কোটি টাকার কাজ হয়ে গেছে। গত বছরে তারা দিয়ে ফেলেছে কাজ। আমি শুধু পরীক্ষা করছি ওই ৫৪২ কোটি টাকার যে রাস্তাগুলো দিয়েছে সে কাজগুলো কোয়ালিটেটিভ হয়েছে কিনা। এইজন্য এ প্রকল্পের বিল প্রদান আমি স্থগিত করে রেখেছি। এ প্রকল্পের কাজের বিষয়ে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে রিপোর্ট চেয়েছি। আমার কাছে যখন রিপোর্ট আসবে যে যারা কাজ ভালো করেছেন তাদের টাকাগুলো ছেড়ে দেব। আর যারা দুই নাম্বারি করেছেন ওটা আমি আটকে রাখব। এটা যদি আমার কাছে আসে সাথে সাথে আপনারা যে রাস্তাগুলো চাচ্ছেন অনেক রাস্তা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। অভিযোগের জন্য আমরা একটা হটলাইন খোলার চেষ্টা করছি। আর হোল্ডিং ট্যাক্সের জন্য এবং ট্রেড লাইসেন্স এগুলোর জন্য আমরা অটোমেশনের ব্যবস্থা করছি।

মেয়র বলেন, জনগণের সচেতনতা বাড়াতে হবে। পচনশীল নয় এমন কিছু বস্তু আমরা রাস্তায় ফেলবো না। বিশেষ করে পচনশীল নয় এমন বস্তুগুলো আজকে জলাবদ্ধতার মূল। কাজেই পলিথিনকে হয়তোবা কমপ্লিটলি নিষিদ্ধ করা কঠিন হবে কিন্তু পলিথিন আমরা রাস্তায় অযথা ফেলব না। আমরা প্লাস্টিক ইউজ না করে বিকল্প হিসেবে কাঁচের মগ, জগ ব্যবহার করা যেতে পারে। এ বিষয়গুলো শিশুদের শেখাতে হবে। তাহলে দেখবেন যে শহরটা আসলে অটোমেটিক সুন্দর হয়ে যায়। শহরটা সুন্দর করতে হলে সবারই সাহায্য দরকার।

আরো উপস্থিত ছিলেন ট্রিটমেন্ট হসপিটালের ডাঃ নরুল আমিন, ডাঃ ফজ্‌লে রাব্বী, প্রফেসর ডাঃ গোলাম ফারুক, প্রফেসর ডাঃ বদিউল আলম বাদল, ডাঃ মো: আবুল কালাম, ডাঃ নেজাম উদ্দিন, ডাঃ শহীদ উল্লাহ চৌধুরী, ডাঃ কাজল কান্তি দাশ, ডাঃ ইয়াহিয়া মানিক, ডাঃ লিটন দাশ সহ অন্যান্য ডাক্তারবৃন্দ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮